দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...JUL. 31·2000
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

37

মৌলভীবাজার সরকারী কলেজে শিক্ষকের অভাব ॥ পাঠদান ব্যাহত

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা ॥ মৌলভীবাজার সরকারী কলেজে শিক্ষক সংকট, শ্রেণী কক্ষের অভাবসহ নানা সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

শিক্ষক সংকট এই কলেজের প্রধান সমস্যা। কলেজে মোট শিক্ষকের পদ আছে ৬০টি, বর্তমানে কর্মরত আছেন ৪৪ জন, ১৬টি পদ শূন্য। কর্তৃপক্ষ জানান, এই ১৬টি পদ দীর্ঘ ৩/৪ বৎসর ধরিয়া শূন্য রহিয়াছে। কর্মরত এই ৪৪ জনকে দিয়াই ৬০ জনের কাজ চালাইতে হয়। ইহাতে প্রকৃত পাঠদান ব্যাহত হয়।

অপরদিকে '৯৯ সালে এই কলেজে হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স কোর্স চালু করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে এই বিভাগে ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছে। জানা গিয়াছে, ২০০০-২০০১ শিক্ষা বর্ষে আরও ৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হইবে। কিন্তু এই ৭টি বিষয় ও পূর্বের ১টি মোট ৮টি বিষয়ের কোন শিক্ষক এখানে নাই।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এইচএসসি'র ফল প্রকাশের পরই অনার্স কোর্সে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইবে। এই ৮টি বিষয়ে কমপক্ষে আরও ২০০ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইবে। বর্তমানে এই কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ৩ শত। ইহার সহিত আরও ২ শত যোগ করিলে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়াইবে ১ হাজার ৫ শত।

তাহা ছাড়া এই কলেজে শ্রেণী কক্ষের সংকট আছে। এখানে ২৬টি শ্রেণী কক্ষ আছে। অনার্স চালু করার পর কোন অবস্থাতেই এই ২৬টি শ্রেণী কক্ষে স্থান সংকুলান হইবে না।

কলেজের অধ্যক্ষ মুহিবুর রহমান বলেন, ২০০০-২০০১ শিক্ষা বর্ষে বাংলা, ইংরেজী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, পদার্থ বিদ্যা, গণিত ও উদ্ভিদ বিদ্যা এই ৭টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হইবে। তবে, এই ৭টি ও পূর্বের ১টি মোট ৮টি বিষয়ে অনার্স পূর্ণ-মাত্রায় চালু করিতে হইলে প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করিয়া শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করিয়া এখানে নিয়োগ দিতে হইবে। ইহাছাড়া ১টি একাডেমিক ভবন ও ১টি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরী চালু করিতে হইবে। আপাততঃ এইসব চাহিদা পূরণ হইয়া গেলে অনার্স চালানো যাইবে। তাহা না হইলে অনার্স চালানো মুশকিল হইয়া পড়িবে।